জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

মানবমনস্তত্ত্বে নির্জ্ঞান ও বাসনার ধারণা : প্রসঙ্গ কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*

কৃপাকনা তালুকদার*

Abstract

The most popular ancient Indian classical play *Abhigyan Shakuntalam*, written by Kalidasa which was inspired by the main events of the Shakuntala narrative in the *Mahabharata*. The play *Abhigyan Shakuntalam* created by combining the two episodes of *Abhigyan* and *Abhishap*. However, psychologist Sigmund Freud (1856-1939), came up with an analytical method for inventing the unknown mysteries of the human mind which he claims "Psychoanalysis". And the most salient abstract of this psychoanalysis theory is the unconsciousness of human mind. Later, one step ahead of Sigmund Freud, Jacques Lacan (1901-1981) appeared with the concept of "Desire" which is related to Sigmund Freud's theory of "Psychoanalysis". An analysis of *Abhigyan shakuntalam* clearly shows the presence of Sigmund Freud's "Psychoanalysis" and Jacques Lacan's concept of "Desire". Although it seems to rely on mythology, this play reveals how the "Unconsciousness" and "Desires" of human mind are expressed. In this article, it has been tried to explain the concepts of "Unconsciousness" of human mind, the intense desire of subconscious mind and the conflict of desire with desire works among the main characters of Kalidasa's play *Abhigyan Shakuntalam*.

ভূমিকা

ধারণা করা হয় রাজা বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি খ্যাত কালিদাস তাঁর *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নামক বিখ্যাত নাটকটি রচনা করেন *মহাভারতের* কাহিনি অবলম্বন করে। যদিও মূল কাহিনি *মহাভারতের* আদিপর্ব (সম্ভবপর্ব ৬৮-৭৪) থেকে গ্রহণ করেছেন তবুও এই নাটকে কোথাও তিনি পৌরাণিক কাহিনির হুবহু অনুকরণ করেননি। *মহাভারতে* বর্ণিত শকুন্তলা আখ্যানে পুত্র সর্বদমনকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার পণ নিয়ে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মধ্যেকার যে প্রণয় আখ্যান তা থেকে অনেকটাই ভিন্ন আঙ্গিকে মানব জীবনের প্রেম, বাসনা, বাসনার দ্বন্দ্ব, স্বর্গ-মর্ত্যের সাথে প্রকৃতি ও নগর জীবনের এক অপূর্ব মিশ্রণে কালিদাস তাঁর *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটক নির্মাণ করেছেন। যেখানে *মহাভারতের* ন্যায় শুধুমাত্র পুত্র সর্বদমনকে রাজা করবার লক্ষ্য নয় বরং একই সাথে উঠে এসেছে মূল চরিত্রগুলোর মনের গভীরে থাকা নির্জ্ঞান (Unconscious) ও তীব্র বাসনার ধারণা। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে নাটকের মূল চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান মনের ধারণা, নির্জ্ঞান মনের গভীরে থাকা বাসনার ধারণা, বাসনার সাথে বাসনার দ্বন্দ্ব কিভাবে কাজ করে এর উত্তর খোঁজা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটকের ক্ষেত্রে কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকটি অন্যতম এবং প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটকের ইতিহাসে একটি দর্শক নন্দিত নাটক। *মহাভারত*-এর আদি পর্বে

*প্রভাষক, নাট্যকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উল্লিখিত শকুন্তলার কাহিনি থেকে রচিত *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১ম শতক-৩য় শতকের মধ্যে কালিদাস রচনা করেন। অন্যদিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব' ও জ্যাক লাকাঁর 'বাসনা তত্ত্ব'র উৎপত্তি খ্রিষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষ ভাগে। দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর হলেও এই নাটকে কিভাবে মানব মনের *নির্জ্ঞান* এবং এর ভেতরে থাকা *বাসনার* প্রকাশ ঘটেছে তা উঠে এসেছে। যা সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও জ্যাক লাকাঁর তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখা করা সম্ভব। আবার *মহাভারতের* পৌরাণিক কাহিনি থেকে কালিদাসের নাটককে আলাদা করেছে 'অভিশাপ' ও 'অভিজ্ঞান' অংশটি। যা স্পষ্টত ফ্রয়েড ও লাকাঁর তত্ত্বের যথাযথ উদাহরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সেক্ষেত্রে এই নাটকের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত তত্ত্বনির্ভর এই গবেষণাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল কালিদাস রচিত *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকে কিভাবে মানব মনের নির্জ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তরে থাকা বাসনার প্রকাশ ঘটেছে তা অনুসন্ধান করা।

গবেষণার গুরুত্ব

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের মাধ্যমে যে তথ্য পাঠক ও দর্শকের কাছে পৌছে দেয়া হয়েছে তা কিভাবে দর্শকের ধারণাকে প্রভাবিত করে তা জানার প্রয়োজন আছে। এই গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটক নিয়ে যে সকল গবেষণা পূর্বে পরিচালিত হয়েছে সেখানে প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটকের কাঠামো বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক গবেষণায় ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন- রসবিকল্প, সন্ধাঙ্গ বিকল্প ধরে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু গবেষণায় সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব (Psycho-analysis Theory) নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকলেও সেটা পরিপূর্ণ ব্যাখা নয়। আবার সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'মনঃসমীক্ষণ' ও জ্যাক লাকাঁর 'বাসনা' (Desire) এই দুই ধারণার সমন্বিত ব্যাখা দিয়ে কোনো গবেষণা করা হয়নি। ফলে এই নাটকে চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কিভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা জানার জন্য পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করার প্রয়োজন আছে। তাই কালিদাস রচিত প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*-এ কিভাবে মানব মনের নির্জ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তরে থাকা বাসনার প্রকাশ ঘটেছে তার অনুসন্ধানের জন্য পরিচালিত এই গবেষণা-কর্মটি বর্তমান সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। এখানে বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার মৌলিক উৎস হিসেবে কালিদাস রচিত এবং জ্যোতিভূষণ চাকী অনুদিত *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রদত্ত মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব (Psychoanalysis Theory) ও জ্যাক লাকাঁর বাসনা (Desire) ধারণা প্রয়োগ করে *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণা সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা হল প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটক বিশ্লেষণের নিজস্ব রীতিকে অনুসরণ না করে আধুনিক সমালোচনামূলক তত্ত্বের আলোকে ব্যাখা করা হয়েছে এবং মনোসমীক্ষণ

তত্ত্বের অনেকগুলো ধারণার মধ্য থেকে শুধুমাত্র সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রদত্ত নির্জ্ঞান ও জ্যাক লাকাঁর বাসনা-ধারণার উপরেই মূলত নির্ভর করা হয়েছে এবং যদিও নাটকের সকল চরিত্রের মধ্যেই নির্জ্ঞান ও বাসনা-ধারণা বিদ্যমান তবুও এই গবেষণার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মূল চরিত্র শকুন্তলা, দুষ্মন্ত এবং দুর্বাসার মনের ভেতরে থাকা নির্জ্ঞান ও বাসনা-ধারণাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব

অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) মানব মনের অজ্ঞাত রহস্য উদ্ভাবনে এক বিশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার করেন যার মূল ভিত্তি হল মন। অর্থাৎ মানব মনের বিশ্লেষণ। ১৮৯৬ সালে তিনি নিজেই এই পদ্ধতির নামকরণ করেন মনঃসমীক্ষণ। ফ্রয়েড মানব মনের তিনটি স্তরের কথা বলেন যা হল- ক) স্বজ্ঞান বা সচেতন (Conscious), খ) অসংজ্ঞান বা প্রাকচেতন (Pre-conscious), গ) নির্জ্ঞান বা অচেতন (Unconscious)

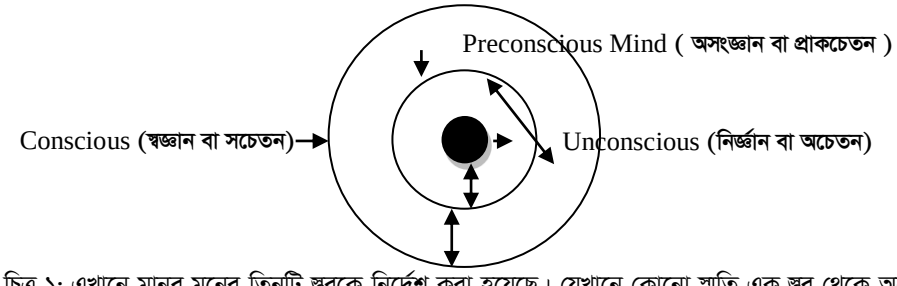

চিত্র ১: এখানে মানব মনের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেখানে কোনো স্মৃতি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চলাচল করতে পারে।

মনের মধ্যে যেন একটা depth বা গভীরতার ধারণা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যেন মনের মধ্যে একটা ভৌগোলিক গভীরতা আছে। এই ভৌগোলিক গভীরতার সবচেয়ে উপরের অংশটি সংজ্ঞান, তার চেয়ে নীচের অংশটি অসংজ্ঞান এবং গভীরতম স্তর হল নির্জ্ঞান।[২]

ক) Conscious (স্বজ্ঞান বা সচেতন)

সাধারণত মনের সবচেয়ে উপরের স্তরকে বলা হচ্ছে স্বজ্ঞান স্তর। আর এই স্বজ্ঞান স্তরের ভেতরেই থাকে অসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তর। স্বজ্ঞান স্তর হল যে স্তর জেগে আছে, স্বক্রিয় আছে। মনের যে অংশের সাথে বাস্তবের সম্পর্ক আছে বা মনের যে অংশের ক্রিয়া আমরা অনুভব করি সেটাই স্বজ্ঞান স্তর (Conscious Mind)।

খ) Pre-conscious Mind (অসংজ্ঞান বা প্রাকচেতন মন)

ফ্রয়েড মনের দ্বিতীয় যে অংশের কথা উল্লেখ করেন তা হল অসংজ্ঞান বা প্রাকচেতন (Pre-conscious)। এই অংশের ধারণাগুলো স্বজ্ঞান ও নির্জ্ঞান দুই স্তরেই পৌঁছে যেতে পারে। অর্থাৎ কোনো কিছুকে যদি নির্জ্ঞান স্তরে পাঠাতে চাই সেক্ষেত্রে প্রথমে তাকে প্রাকচেতন স্তরে পাঠাতে হবে। তারপর তা নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। আবার ঠিক একই ভাবে প্রাকচেতন স্তর থেকে অনেক কিছুই স্বজ্ঞান স্তরে আনা সম্ভব।

> অবচেতন মন বা preconscious হল মনের দ্বিতীয় স্তর। অবচেতন মন পূর্ব চেতন ছিল, এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। চেতন মন বা conscious এর পরিধি থেকে এর পরিধি অনেক বড়। যেসব জিনিস আগে চেতন মনে ছিল, এখন নাই, অথচ যেগুলো একটু চেষ্টা করলেই আবার চেতন মনে আনা যায়, সেসব জিনিস অবচেতন মনে আছে।[৩]

গ) Unconscious (নির্জ্ঞান বা অচেতন)

মানুষ যখন জেগে থাকে তখন সে সচেতন বা স্বজ্ঞান থাকে কিন্তু যখন সে ঘুমিয়ে থাকে তখন তার মন তো মৃত নয়। তার মনের একটা অংশ সুপ্ত থাকে তাই সে ঘুমায় কিন্তু তার মন সক্রিয় থাকে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল স্বপ্ন। মনের যে অংশ সক্রিয় থাকে সেটাই হল নির্জ্ঞান (Unconscious)। মানুষের মনের চেতনার এক গভীর স্তর হল এই নির্জ্ঞান। নির্জ্ঞান স্তর আছে বলেই মানুষ ঘুমিয়ে থেকেও সে স্বপ্ন দেখে, আবার স্বপ্নে কি দেখেছে তা সে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর অনেক ক্ষেত্রেই মনে রাখতে পারে। অর্থাৎ সে যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন মনের সেই গভীর স্তর জাগ্রত ছিল।

> নির্জ্ঞান মন বা Unconscious মনের প্রশস্ততম প্রকোষ্ঠ। আমাদের মনের যেসব জিনিষ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে বলে মনে করি, সেগুলো আসলে এই নির্জ্ঞান মনে থাকে। মনে যে জিনিস একদা ছিল তা' কোনদিনই একেবারে চলে যেতে পারে না। এগুলো নির্জ্ঞান মনে থাকে।[৪]

নির্জ্ঞান বলা হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, এই স্তরের কোন ভূমিকা নেই। বরং এই স্তর অসংজ্ঞান স্তর থেকে আরও বেশি গভীরে অবস্থান করে বলে একে নির্জ্ঞান স্তর বলা হয়েছে। এই নির্জ্ঞান স্তরের সাথে অবদমনের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যা কিছু মনের মধ্যে অবদমিত করে রাখি তা এই স্তরেই আটকে থাকে। অর্থাৎ মানব মন যখন কোনো কিছুকে নিজের মনের ভেতর লুকিয়ে রাখতে চায় বা এমন কিছু যা সে নিজেই ভুলে যেতে চায় সেই স্মৃতিগুলো জমা হয়ে থাকে নির্জ্ঞান স্তরে।

> নির্জ্ঞান মন অবদমিত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। আমাদের অবদমিত বাসনাগুলি মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে নির্বাসিত হয়। তবে সেখানে গিয়ে তারা নিষ্ক্রিয় থাকে না, সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের জাগ্রত অবস্থায় অসামাজিক কামজ ইচ্ছাগুলি স্বরূপে আত্ম প্রকাশ করতে পারে না। কারণ জাগ্রতকালে ন্যায়- নীতি পুষ্ট অধিশাস্তা বা ঝাঁঢ়বৎ বমড় সর্বদা প্রহরীর মত সজাগ থাকে। তাই নির্জ্ঞানের অবদমিত ইচ্ছাগুলি জাগ্রত অবস্থায় পরোক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনের ভুল- ত্রুটি দিবা- স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, কখন বা মানসিক রোগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অবদমিত ইচ্ছার ঐ প্রকাশগুলি সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্ম প্রকাশ করে। তাই তাদের ছদ্ম আবরণ উন্মোচন না করে নির্জ্ঞান ইচ্ছার স্বরূপ জানা যায় না। [৫]

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান স্তর ও *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটক

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই ফ্রয়েড প্রদত্ত এই নির্জ্ঞান *(Unconscious)* স্তরের উপস্থিতি রয়েছে যদিও নাটকের মূল চরিত্র শকুন্তলা, দুষ্মন্ত ও দুর্বাসার ক্ষেত্রে এই স্তরের প্রভাব প্রকটভাবে লক্ষণীয়।

শকুন্তলার নির্জ্ঞান

আশ্রমে আসা দুর্বাসা মুনি শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন কারণ শকুন্তলা তাঁকে সঠিকভাবে আপ্যায়ন করেনি। সদ্য প্রণয়ে আবদ্ধ শকুন্তলার নির্জ্ঞান মন তখন দুষ্মন্তের চিন্তায় মগ্ন ছিল। তাই সে অবস্থায় শকুন্তলা দুর্বাসা মুনিকে লক্ষই করেনি। অর্থাৎ তাঁর নির্জ্ঞান অবস্থার কারণে সে দুর্বাসাকে লক্ষ

করেনি। আবার যখন শকুন্তলা হস্তিনাপুরে দুষ্মন্তের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে যায় তখন সে ভুলেই গিয়েছিল দুর্বাসা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর এ কারণেই দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে পারেনি। অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই শকুন্তলা তাঁর মনের নির্জ্ঞান স্তরের কারণে ভুলে গিয়েছিল। 'ফ্রয়েডের মতে সচেতন প্রক্রিয়ার মতো অবচেতন প্রক্রিয়াও সক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে, তবে এগুলো সম্পর্কে আমরা সজাগ থাকি না বা অবহিত থাকি না।'[৬] ঠিক যেমন এই নাটকের ক্ষেত্রে, দুর্বাসার অভিশাপের কথা শকুন্তলার মনে নেই কিন্তু সে যে দুষ্মন্তকে বিয়ে করেছে তা শকুন্তলার মনে আছে। দুষ্মন্তকে বিয়ে করবার পর দুর্বাসা তাঁকে শাপ দিয়েছে। কিন্তু শকুন্তলা তা ভুলে গেছেন অর্থাৎ সুখের স্মৃতি মনে আছে দুঃখেরটা মনে নেই।

> "কুটিরের কাছেই শকুন্তলা আছে। (স্বগতঃ) কিন্তু মন তো তার নিজের মধ্যে নেই।" প্রিয়ংবদার এই উক্তিটি একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মানসপটে শকুন্তলার অবচেতন বা প্রাকচেতন মনের (Pre-conscious mind)- এর কথাই ভেসে ওঠে, যেখানে সদ্য বিগত চিন্তাভাবনা, স্মৃতি ও নিরুদ্বেগ আবেগ সঞ্চিত থাকে। প্রিয়ংবদা ঐ অবচেতন মনের কথাই বলেছিল। শুধু তাই নয়, শকুন্তলা 'দিবা স্বপ্নে' মগ্ন থাকার জন্যই (রাজা দুষ্মন্তকে কেন্দ্র করে) যে, কুটিরে দুর্বাসার উপস্থিতি টের পাননি- একথাও আমরা বলতে পারি।[৭]

আবার রাজধানীতে যাবার পথে শকুন্তলা যখন জলে হাত ধুয়েছিল তখন নির্জ্ঞান অবস্থার কারণেই তাঁর হাত থেকে আংটি পড়ে যায়।

> শকুন্তলা: (আংটির জায়গাটা স্পর্শ করে) হায়, ধিক! আমার আঙ্গুলে সেই আংটিটি নেই!
> গৌতমী: শক্রাবতারে শচীতীর্থের জলকে অখন তুমি প্রণাম করছিলে সেই সময়েই নিশ্চয় তোমার আংটি খুলে গিয়েছে।[৮]

অর্থাৎ এই নাটকে শকুন্তলা চরিত্রের সাথে ঘটে যাওয়া বড় তিনটি ঘটনাই ঘটেছে শকুন্তলার মনের নির্জ্ঞান স্তরের কারণে। ফলে সে জাগ্রত থাকলেও কি ঘটে গেছে তা তাঁর মনে নেই। কিন্তু নির্জ্ঞানে থাকা স্মৃতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই ফিরে এসেছে।

দুষ্মন্তের নির্জ্ঞান

হস্তিনাপুরে নিজের অধিকার দাবী করতে আসা শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত চিনতে পারেনি। কালিদাসের নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ আছে কিন্তু মহাভারতের শকুন্তলা আখ্যানে দুর্বাসা নেই। 'অভিশাপ' ও 'অভিজ্ঞান' এই দুটি অংশ *মহাভারত* থেকে কালিদাসের *শকুন্তলা*কে আলাদা করেছে। আসলে দুষ্মন্ত তাঁর নির্জ্ঞান স্তরের কারণে মনে করতে পারে না। শকুন্তলাকে বিয়ের আগে দুষ্মন্তের আরও অনেক স্ত্রী ছিল। ফলে দুষ্মন্ত যে শকুন্তলাকে বিয়ে করেছে এই স্মৃতি রাজধানীতে ফেরার সাথে সাথেই সে মনের নির্জ্ঞান স্তরের মধ্যে অবদমিত করে রেখেছিল। আর এর ফলে কিছুদিন পর যখন শকুন্তলাকে রাজধানীতে দেখে তখন দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে পারেনি।

> কতগুলো প্রেষণা চরিতার্থতার জন্য অথবা বেদনাদায়ক আবেগ থেকে সচেতন অভিজ্ঞতাকে মুক্ত রাখার জন্য কতগুলো ঘটনার স্মৃতিকে আমরা সচেতন স্তর থেকে সরিয়ে রাখি। যে প্রক্রিয়ায় কতগুলো অ-গ্রহণযোগ্য প্রেষণা বা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে সচেতন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয় তাঁকে ফ্রয়েড বলছেন অবদমন (Repression)। কিন্তু এইসব অবদমিত স্মৃতি কখনই মরে যায় না বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। অবচেতনের গভীর থেকেও এসব স্মৃতি সক্রিয়ভাবে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে।[৯]

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারে না তাঁর নির্জ্ঞান অবস্থার কারণে। কিন্তু আংটি নামক চিহ্নটা (Symbol) দেখানোর পর কিন্তু সে ঠিকই আবার চিনতে পারে। অর্থাৎ যেহেতু দুষ্মন্ত তাঁর নির্জ্ঞান অবস্থায় ছিল ফলে সে প্রথমে শকুন্তলাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু তাঁর নির্জ্ঞানে থাকা স্মৃতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই ফিরে এসেছে। 'মনের যেকোন একটি ধারণা যা এই মুহূর্তে সচেতনভাবে মনে উপস্থিত আছে, তা পর মুহূর্তে মন থেকে মুছে যেতে পারে এবং অন্য কোনো ধারণা পূর্বের ধারণাটির স্থান অধিকার করে নিতে পারে।'[১০] যেহেতু দুষ্মন্ত তপোবনে গিয়ে শকুন্তলাকে বিয়ে করেছিল তারপর হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছে যেখানে আগে থেকেই দুষ্মন্তের পত্নী বিদ্যমান ছিল। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক নিজের পত্নীদের কাছে পেয়ে শকুন্তলার ঘটনাটাকে নির্জ্ঞান স্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

প্রথমে মনে উপস্থিত থাকা ঘটনাটি ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল কিন্তু পরে যখন ঘটনাটি পুনরায় মনে পড়ে তখন তাকে আমরা স্মৃতি বলি। তাহলে এই যে প্রথমে ঘটে যাওয়া ঘটনা কিছুদিন মনের ভেতর লুকিয়ে ছিল তারপর কোনো কিছুর প্রভাবে আবার সামনে বেরিয়ে আসে এর মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তখন এই স্মৃতি কোথায় লুকিয়ে ছিল? মনের যে স্তরে এই স্মৃতি লুকিয়ে ছিল তাই হল নির্জ্ঞান স্তর। 'মনের এই অংশগুলোর মধ্যে যেন একটি গতিশীলতা (dynamicity) আছে, যার ফলে নির্জ্ঞান অংশের ধারণাগুলো সচেতন বা সংজ্ঞান মনে আসতে পারে এবং সংজ্ঞান ধারণাগুলি ধীরে ধীরে নির্জ্ঞান অবস্থার দিকে প্রেরিত হতে পারে।'[১১] *শকুন্তলা* নাটকে ঠিক একইভাবে দুষ্মন্তর মনের নির্জ্ঞান স্তরে (Unconscious) শকুন্তলাকে বিয়ের করার ঘটনাটা লুকিয়ে ছিল যা পরবর্তীকালে প্রতীক হিসেবে থাকা আংটিটা দেখার মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious) থেকে প্রথমে প্রাক-চেতন (pre-conscious) স্তরে চলে আসে তারপর স্বজ্ঞান (Conscious) স্তরে।

> কুঞ্চকী: যখনই নিজের আংটি দেখে প্রভুর মনে পড়ল সত্যই তিনি শকুন্তলাকে আগে গোপনে বিবাহ করেছেন এবং মোহবশতঃ প্রত্যাখান করেছেন তখন থেকেই অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হচ্ছেন তিনি।
>
> রাজা: এখন শকুন্তলার ব্যাপারে আগেকার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ছে।[১২]

অর্থাৎ এই আংটি যা কিনা অভিজ্ঞান হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এর ফলে নির্জ্ঞান (Unconscious) মনে অবদমিত ঘটনাটা স্বজ্ঞান (Conscious) স্তরে উঠে এসেছে।

দুর্বাসার নির্জ্ঞান

দুর্বাসার নিজের ক্ষেত্রেও নির্জ্ঞানের ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্বাসা নিজেই বারবার কারণে-অকারণে রাগান্বিত হয়ে পড়েন। *মহাভারতেও* দুর্বাসার উল্লেখ পাওয়া যায় এমন মুনি হিসেবে যিনি সর্বদাই অভিশাপ দিয়ে থাকেন। শকুন্তলাকে ছাড়াও আরও অনেকে আশ্রমে ছিল। কিন্তু দুর্বাসা অকারণেই শকুন্তলার উপর অভিশাপ দিয়ে বসেন। অর্থাৎ নির্জ্ঞান অবস্থার কারণে অভিশাপ দেবার সময় তাঁর মনেই ছিল না যে, তিনি অতিথি-সৎকার অন্য কারও থেকেও পেতে পারেন। কিছুক্ষণ পরেই যখন তিনি তাঁর নির্জ্ঞান অবস্থা থেকে স্বজ্ঞান (Conscious) স্তরে চলে আসেন তখনই তিনি আবার শকুন্তলাকে অভয় দিয়ে বলেন যে, এই অভিজ্ঞান অর্থাৎ আংটি দেখালেই দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে পারবেন।

মূল তিনটি চরিত্রের ক্ষেত্রেই ফ্রয়েড প্রদত্ত নির্জ্ঞান স্তরের উপস্থিতি দৃশ্যমান। একদিকে শকুন্তলা যেমন নির্জ্ঞান স্তরের কারণে দুর্বাসাকে অগ্রাহ্য করে বসে অন্যদিকে সেই একই নির্জ্ঞান স্তরের কারণেই দুর্বাসা অভিশাপ দেন শকুন্তলাকে। আবার ঠিক একই ভাবে দুষ্মন্ত নিজেই শকুন্তলাকে ভুলে যান নির্জ্ঞান স্তরের কারণেই। অর্থাৎ শেষ অবধি তিনটি ক্ষেত্রেই ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান ধারণার স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষণীয়।

জ্যাক লাকাঁ ও তাঁর বাসনার (Desire) ধারণা

ফ্রয়েড-পরবর্তী সময়ে জ্যাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১) ফ্রয়েডের তত্ত্বের আরও বিস্তারিত ব্যাখা উপস্থাপন করেন। স্বজ্ঞান স্তরের ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় যে স্তর থাকে তাঁকে ফ্রয়েড বলেছেন নির্জ্ঞান। আর এই নির্জ্ঞান স্তরেই কাজ করে জ্যাক লাকাঁ বর্ণিত 'বাসনা'– 'Desire is simultaneously the heart of human existence and the center concern of Psychoanalysis।'[১৩] নির্জ্ঞান যার উপর নির্ভর করে চলে তা হল বাসনা। বাসনা মানে কোনো কিছুকে পাবার লোভ নয়। বাসনা সর্বদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ব্যক্তি মন সময়ের সাথে সাথে তাঁর বাসনা পরিবর্তন করে। অভাবের অভিজ্ঞতা ও সেটা মনে পড়ার ধারণা হতেই বাসনার জন্ম। 'বাসনার এক মানে যাহা বাস করে না- যাহা অস্থির, যাহা অধৈর্য্য।'[১৪] অর্থাৎ যা কিছু নেই তাঁর প্রতি বাসনা জন্ম নেয়। যার প্রতি বাসনা জন্মায় তা হল বস্তু (object)।

মানুষের মনের নির্জ্ঞান স্তরেই কাজ করে বাসনা, যা আমরা প্রতিনিয়ত অবদমন করি। দমন ছাড়া বাসনা নাই। "আমাদের নিজেদেরই বাসনা-কামনা নিজেদেরই অজান্তে আমরা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত করি। এই নির্বাসনের নামই অবদমন (Repression)।"[১৫] ফ্রয়েড যে অবদমনের কথা বলছেন তার সাথে এই বাসনা সম্পর্কিত। তাই বাসনা বারবার ফিরে ফিরে আসে। মানুষের বাসনার প্রকাশ ঘটে ৩টি বিষয়ের মধ্য দিয়ে- ক) Imaginary (সাকার), খ) Symbolic (আকার), গ) Real (নিরাকার)। তাছাড়া আয়না স্তর (Mirror Stage) লাকাঁর বাসনা ধারণার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জ্যাক লাকাঁ বর্ণিত বাসনা (Desire) ও *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* নাটক

জ্যাক লাকাঁ তাঁর বাসনা ধারণা ব্যাখা করতে গিয়ে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলেন এর সবগুলোর যথাযথ উল্লেখ পাওয়া যায় *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* নাটকে। লাকাঁর মতে মানুষের বাসনার প্রকাশ ঘটে ৩টি বিষয়ের মধ্য দিয়ে-

ক) সাকার (Imaginary)

খ) আকার (Symbolic)

গ) নিরাকার (Real)

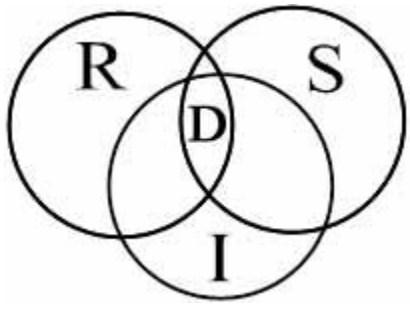

চিত্র ২: এখানে S হলো Symbol (সাকার), I হলো Imaginary (আকার), R হলো Real (নিরাকার)। মাঝখানে থাকা D হলো Desire (বাসনা)।

সাকার (Imaginary)

জ্যাক লাকাঁ ১৯৩৬ সালে প্রথম Imaginary (সাকার) শব্দটি ব্যবহার করেন। শব্দটি ল্যাটিন ওসধমড় শব্দ হতে এসেছে। Imago ⟶ Image ⟶ Imaginary। অর্থাৎ Imaginary (সাকার) এর মূলে আছে ছবি (Image)। অন্য অর্থে একে কাল্পনিক বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মনের ভেতর যে ছবি বা কল্পনা তৈরি হয়। একটি শিশু যার মধ্য দিয়ে নিজেকে চেনে তা হলো তাঁর মা। মায়ের যে চেহারাটা তা হলো শিশুর কাছে প্রথম ছবি (Image)। তার মনের মধ্যে মায়ের যে ছবি তৈরি হয় সেই কারণেই সে তার মায়ের মতো হতে চায়। অর্থাৎ শিশু যার মধ্য দিয়ে নিজেকে চেনে। শিশুর সাথে শিশুর কল্পনায় থাকা ছবির যে সম্পর্ক তা হলো Imaginary Relation (সাকার কেন্দ্রিক সম্পর্ক)।

তপোবনে দুষ্মন্তকে দেখেই শকুন্তলার মধ্যে বাসনা জাগ্রত হয়। যদিও তপোবনে আরও অনেক পুরুষ ছিল কিন্তু শকুন্তলার নির্জ্ঞান স্তরে ছিল রাজার প্রতি বাসনা। কারণ শকুন্তলার মা মেনকা নিজেও ছিলেন অপ্সরা। অর্থাৎ মা এর যে ছবি শকুন্তলার মনে তৈরি ছিল সেটার প্রতিফলন হলো উচ্চকুলের কোনো ব্যক্তির স্ত্রী হবার অভিলাষ। রাজা দুষ্মন্ত পুরুবংশীয় রাজা। অর্থাৎ তিনি উচ্চকুলের। আবার দুষ্মন্ত যে সন্তান লাভ করবে সে হবে রাজচক্রবর্তী সন্তান। ফলে একদিকে উচ্চবংশীয় রাজার স্ত্রী হবার বাসনা আবার একই সাথে রাজচক্রবর্তী পুত্রের মা হবার বাসনা। দুটোই কিন্তু শকুন্তলার নির্জ্ঞানে থাকা বাসনার মধ্যে কাজ করেছে। অর্থাৎ নিজের বাসনা পূরণের ক্ষেত্রে মা এর ছবিটা (Image) সাকার হিসেবে কাজ করেছে।

আকার (Symbolic)

আকার (Symbolic) হলো কোনো একটা চিহ্ন। যার মাধ্যমে Image (সাকার) টা প্রকাশ পায়। Symbolic (আকার) মানেই হল কোনো কিছুর অধীন; ভাষার অধীন। মানুষ অনেক ভাষায় কথা বলে। একেক ধরনের ভাষায় কথা বলে কিন্তু সবাই ভাষার মাধ্যমেই কথা বলে তাই ভাষাটা হল আকার (Symbolic)। আমরা বলি ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু যখনই তাকে ঈশ্বর নাম দিয়েছি তখনই তিনি আকার প্রাপ্ত হয়েছেন। নামমাত্রই আকার। তার নাম নেয়া মাত্রই তিনি আমাদের কাছে একটি আকার বা প্রতীক লাভ করেন এবং আমরা ঈশ্বরের অধীন। এই নাটকে শকুন্তলার কাছে 'আংটি' জিনিসটা একটা আকার (Symbol)। যখনই সে দুষ্মন্তকে ঐ আংটিটা দেখাবে তখনই তা

আকার হিসেবে কাজ করবে এবং ঐ Symbol (আকার) টা দেখলেই তা দুষ্মন্তের স্ত্রী হবার ওসধমব (ছবি) টা প্রকাশ করে।

আবার এই নাটকের ক্ষেত্রে এই চিহ্নটাই অর্থাৎ অভিজ্ঞান হিসেবে থাকা আংটি নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যা *মহাভারতের* শকুন্তলা আখ্যান থেকে কালিদাসের শকুন্তলাকে আলাদা করেছে। নাটকের নামকরণ এখানে *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* অর্থাৎ অভিজ্ঞানের মধ্যে শকুন্তলার পরিচয় নিহিত।

> ব্যবহারিক দিক দিয়ে এবং ব্যাকরণগত বা পণ্ডিতজন সম্মত অভিজ্ঞান শকুন্তলের সংক্ষিপ্ত রূপ "শাকুন্তল"; পূর্ণরূপ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'। শকুন্তলাকে কেন্দ্র করে যে নাটক তা শাকুন্তল এবং সেই শাকুন্তলে যেহেতু অভিজ্ঞান (অঙ্গুরীয়ক) প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেহেতু কালিদাসের নাটকটির নাম অভিজ্ঞানশাকুন্তল বা অভিজ্ঞানশকুন্তল। নাটকীয় ঘটনার সংঘাত সৃষ্টিতে ও অগ্রগতির দ্বান্দিক বাতাবরণ নির্মাণে এই অঙ্গুরীয়ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে কালিদাস এই নাটকের নামকরণ করেছেন '*অভিজ্ঞানশকুন্তলম*'[১৬]

নিরাকার (Real)

আমার শরীর সম্পর্কে আমি যা ভাবি তা হল Imaginary (আকার) কিন্তু আমার শরীরটা হল Real (নিরাকার)। যখন কেউ ব্যাথা পায় তখন সত্যি সত্যিই তা শরীরে লাগে এটাই Real (নিরাকার)। কেউ যদি বলে আমি মৃত তাহলে সে মিথ্যা বলছে। কারণ এটা ঠিক না। এটাই হল Real (নিরাকার) কারণ সে বেঁচে আছে। তার অস্তিত্ব আছে তাই সে Real (নিরাকার)। কেউ যদি মরে যায় তাহলে তার পক্ষে তো বলা সম্ভব নয় যে, সে মৃত। আংটি এখানে Symbol (সাকার) আর আংটি দেখানোর মাধ্যমে রাজার স্ত্রী হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে Image (আকার) তৈরি হয়েছে। আর এই সাকার ও আকারের মধ্য দিয়েই শকুন্তলা Real (নিরাকার) শকুন্তলা হয়ে উঠেছে। এবং যে শকুন্তলা এখন গর্ভবতী। এই অবস্থাটাই হল শকুন্তলার Real (নিরাকার) রূপ।

আয়না স্তর (Mirror Stage)

বাসনা ধারণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল আয়না স্তর (Mirror Stage)। মানুষ অপরের মধ্যে নিজেকে খোঁজে। এই যে নিজেকে আবিষ্কারের ধাপ যাকে লাকাঁ বলছেন আয়না স্তর (Mirror Stage)। "মানবশিশু প্রথমে 'আমি' বলতে শেখে আয়নায় প্রতিফলিত আপন মুখ দেখে। এই আয়না জিনিসটা আক্ষরিক অর্থের আয়নাও হতে পারে, আবার অন্য মানুষও হতে পারে। শিশুর সাক্ষাৎ মা-ই প্রথম আয়না।"[১৭] অর্থাৎ মা হল শিশুর প্রথম আয়না। তাঁকে দেখেই শিশু নিজেকে চিনতে শেখে। অন্যকে দেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে জানতে শেখা আর নিজেকে আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই নিজের নির্জ্ঞান ও বাসনাকে অনুসন্ধান করে।

এই যে অপর কে দেখে শিশু নিজেকে চিনতে শেখে সেই অপর হল "Other" অর্থাৎ মা হল (M) Other।

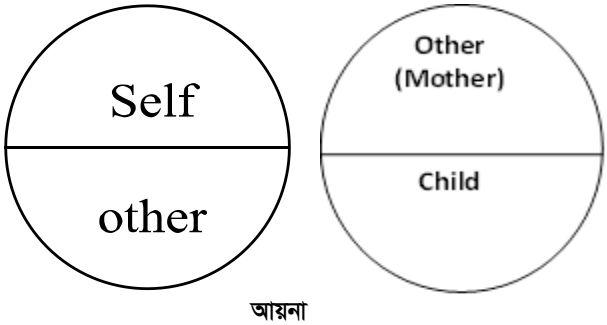

আয়না

চিত্র ৩: এখানে আয়নার ভেতর দুটি অংশ। একদিকে Self (শিশু) অন্যদিকে Other (মা)।

অর্থাৎ শিশু আয়নার ওপারে যার প্রতিবিম্ব দেখে তা হল নিজের মায়ের। এবং মা কে চেনার মধ্যে দিয়ে শিশু নিজেকে চিনতে শেখে।

ডেকার্ত যেমন বলেছিলেন, আমার ভাবনাতেই আমার পরিচয়। কিন্তু লাকাঁ এই কথাটা বদলে দিতে চান। তিনি বলেন আমার ভাবনার মধ্যে দিয়েই আমার আমিত্ব প্রকাশ পায় না বরং শিশু আয়নায় নিজের মা কে দেখার মধ্যে দিয়ে নিজের আমিত্ব তৈরি হয়। আয়নায় যেমন নিজেকে উল্টো করে দেখা যায় শিশুর কাছে তেমনি আয়নায় দেখা মায়ের ওসধমব (সাকার) কে নিজের সাকার বলেই মনে করে। আর মায়ের ছবির মধ্যে দিয়ে নিজের আমিত্বকে বোঝে শিশু। আর এজন্যই মায়ের বাসনাই শিশুর নির্জ্ঞান মনে থেকে যায়। যার ফলে একটা সময় তা শিশুর নিজের বাসনায় পরিণত হয়।

লালন ফকিরের বিখ্যাত গান-

বাড়ির কাছে আরশি নগর সেথা একঘর পড়শি বসত করে-
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।[১৮]

এই যে আরশি যা মূলত আয়না অর্থাৎ লাকা এর আয়না স্তর। যেখানে পড়শি অর্থ নিজের ভেতরে বাস করা অপর। যাকে মানুষ কখনো দেখতে পায় না। এখানে একই সাথে ফ্রয়েড কথিত *নির্জ্ঞান* (Unconscious) এর ধারণা আছে অর্থাৎ মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এমন এক স্তর যাকে মানুষ দেখতে পায় না, ধরতে পারে না আবার সেই স্তরে থাকা অপর কে নির্দেশ করছে।

কি বলব পড়শির কথা,
হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই-রে
ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
(ওসে) ক্ষণেক ভাসে নীরে।[১৯]

অজ্ঞান স্তরের এই অপর যার হস্ত, পদ অর্থাৎ কোন আকার নেই, যে অপর কে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না।

পড়শি যদি আমায় ছুঁতো,
যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়-
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে[২০]

অর্থাৎ এই স্তর মানুষের খুব কাছাকাছি থাকলেও তা মানুষ থেকে লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করে। যা মানুষের মনের ভেতরেই আছে কিন্তু ধরা, ছোঁয়ার বাহিরে।

> গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
> নাই কিনারা নাই তরণী পারে
> বাঞ্ছা করি দেখব তারে
> আমি কেমনে সেথা যাই রে।[২১]

এখানে বাঞ্চা অর্থাৎ বাসনা করি সেই অপর কে দেখায়, সেই নির্জ্ঞান স্তরে যাবার কিন্তু আসলে সেই অপর এর কাছে যাবার কোনো উপায় জানা নেই।

শকুন্তলার বাসনা

জ্যাক লাকাঁ যে বাসনার কথা বলছেন সেখানে সবসময়ই অন্যের উপস্থিতি আছে। অর্থাৎ বাসনা সব সময় অন্যের প্রতি তৈরি হয়। এই নাটকে দুষ্মন্তকে তপোবনে দেখার মধ্যে দিয়ে শকুন্তলার মধ্যে দুষ্মন্তকে পাবার এক ধরনের বাসনা কাজ করে।

> প্রিয়ংবদা: সেই রাজর্ষি একে দেখেছেন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে, তাতেই ওর বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ করছি এ কয়দিন রাত জাগায় তিনি কৃশও হয়েছেন।[২২]

দুষ্মন্তের প্রতি তীব্র বাসনা প্রকাশ পায় যখন সে বারবার ছল করছিল যে, তাঁর পায়ে কুশাঙ্গর বেঁধেছে। তাই সে যেতে চাইছিল না। অর্থাৎ সে তাঁর বাসনা পূরণের জন্য নানা ছলের আশ্রয় নেয়।

> শকুন্তলা: অনসূয়া, নতুন কুশাঙ্গুর আমার পায়ে বিঁধেছে আর বল্কলটাও কুরচির ডালে জড়িয়ে গিয়েছে। একটু দাঁড়া তো, ততক্ষণে আমি বল্কলটা ছাড়িয়ে নেই। (এই বলে বল্কল ছাড়াবার ছুতো করে দেরি করল আর রাজাকে দেখতে দেখতে সখীদের সঙ্গে চলে গেল)[২৩]

শকুন্তলা তাঁর এই বাসনাকে পূরণ করে ফেলতে চায় ফলে পিতার অবর্তমানেই সে বিয়ে করে ফেলে। পিতার জন্য সে অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি। অর্থাৎ সে তাঁর বাসনাকে দমন করতে পারেনি। তাঁর বাসনা এতটাই তীব্র ছিল ফলে যে পিতা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল, যে পিতা তাঁকে পালন করেছে সেই পিতার অবর্তমানেও সে নিজে নিজে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে ফেলে।

বস্তুত শকুন্তলার নির্জ্ঞান স্তরে যে বাসনা কাজ করে তা হল রাজার স্ত্রী হবার বাসনা। যদি তাই না হয় তাহলে শুধুমাত্র দুষ্মন্তকে দেখেই কেন তাঁর বাসনা জাগ্রত হল সে তো আশ্রমের অন্য পুরুষকে দেখে বাসনা করে না। অথচ প্রথম দেখাতেই কেন সে দুষ্মন্তের প্রেমে পড়ে? কারণ তাঁর নির্জ্ঞান স্তরে কাজ করে রানী হওয়ার বাসনা। একই ভাবে শকুন্তলার মা মেনকা যেহেতু অপ্সারা ছিলেন ফলে সেই কারণেও দেবতাকে স্বামী হিসেবে পাবার এক ধরনের বাসনা ছিল শকুন্তলার মধ্যে। আর তাই তার নির্জ্ঞানে থাকা অবদমিত বাসনা প্রকাশিত হয়ে ওঠে।

দুষ্মন্তের বাসনা

শকুন্তলার যেমন দুষ্মন্তের প্রতি বাসনা ছিল তেমনি দুষ্মন্তের বাসনাও ছিল শকুন্তলার প্রতি।

> রাজা: (শকুন্তলাকে দেখে, মনে মনে) আমি যেমন এর প্রতি আকৃষ্ট, ইনিও কি তেমনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন?

রাজা: শকুন্তলার বিষয় থেকে নিজেকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছি না।[২৪]

দুর্বাসার বাসনা

জ্যাক লাকাঁ বাসনার দ্বন্দ্ব বলে একটা ধারণার উল্লেখ করেন যার মূলে হল অন্যের কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি আমাদের বাসনার সৃষ্টি হয়। যা এই নাটকে স্পষ্টত দুর্বাসা মুনির ক্ষেত্রে ঘটেছে। 'বাসনা, যে কোনো বাসনার মূলে আছে অন্যের উপস্থিতি। বাসনার অর্থ শুধু অন্যের বা অন্যকে বাসনাই নয়, বাসনা সেই সঙ্গে অন্যের ঈপ্সিত বস্তুর বাসনা।'[২৫]

আপাতভাবে নাটকের প্রথম তিন অঙ্কে কোনো সমস্যা নেই। মূল দ্বন্দ্বের সূচনা হয় চতুর্থ অঙ্ক থেকে। এই অঙ্কে আসেন দুর্বাসা মুনি। যদি পুরো নাটককের কাঠামোকে বিশ্লেষণ করি তাহলে এখানে এক ধরনের উল্টো ত্রিভুজ দেখতে পাই।

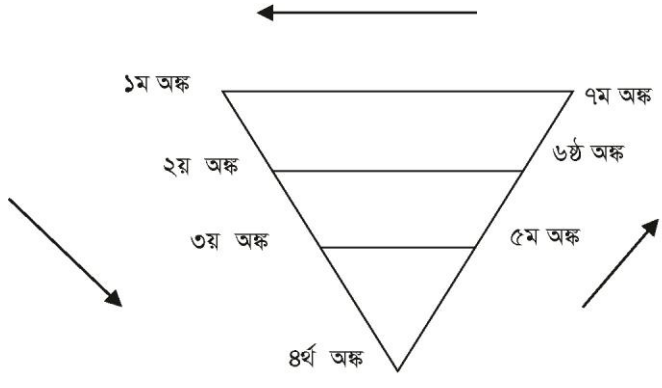

(দুর্বাসার আগমন)

চিত্র ৪: ত্রিভুজের মাধ্যমে *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকের কাঠামো বোঝানো হয়েছে।

যেখানে দেখা যায়, নাটকের চতুর্থ অঙ্কে এসে দুর্বাসা উপস্থিত হন। নাটকের কাঠামো বিশ্লেষণের যে ইউরোপীয় পিরামিড আঙ্গিক সেই জায়গা থেকে একদম সরে এসেছে এই নাটকের কাঠামো। এখানে যে ত্রিভূজ তার শীর্ষ বিন্দু নিচের দিকে। অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্কে যখন দুর্বাসা আসেন তারপর থেকেই নাটকের কাহিনি বদলে যায়। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সে কাহিনি এগিয়ে যায়। চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসার আগমন সেই কাহিনির গতিপথ বদলে দেয়। ঠিক যেভাবে প্রথম অঙ্ক হতে কাহিনি এগিয়ে চলছিল ঠিক বিপরীতভাবে পঞ্চম অঙ্ক থেকে সেই একই কাহিনি চলতে থাকে। গ্যোটে এর প্রশংসায় যা বলেছেন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে তা হচ্ছে: 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফুল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়', তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'[২৬] অর্থাৎ একই নাটকের ভেতর সব আছে। সপ্তম অঙ্ক অর্থাৎ নাটকের শেষ অঙ্কে এসে আবার দু জনের মিলন ঘটে। অর্থাৎ পুরো নাটকে দুর্বাসার আগমনের কারণেই 'অভিজ্ঞান' ও 'অভিশাপ' এই অংশ দুটির উৎপত্তি।

আসলে দুর্বাসার বাসনা মূলত ছিল শকুন্তলার প্রতি। তিনি শুধুমাত্র শকুন্তলার কাছে থেকেই অতিথি সেবা পেতে চেয়েছিলেন। অনুসুয়া বা প্রিয়ংবদা তাঁকে যদি অতিথিসৎকার করে থাকে তাহলে তিনি

শকুন্তলার কাছ থেকেই কেন তা পেতে চাচ্ছিলেন? আশ্রমে তো আরও অনেক নারী ছিলেন যারা তাঁকে অতিথি সৎকার করতে পারতেন। শকুন্তলা যেহেতু দুষ্মন্তের চিন্তায় মগ্ন তাই সে দুর্বাসা মুনিকে অতিথিসৎকার করতে পারেনি।

> দুর্বাসা: আঃ অতিথি অবমাননাকারিনী, অনন্য মনে যার কথা ভাবতে ভাবতে তপস্বী আমার উপস্থিতি ও তোর নজরে এলো না, বার বার মনে করিয়ে দিলেও সে চিনতে পারবে না [২৭]

এখানে কতগুলো প্রশ্নের উৎপত্তি ঘটে- দুর্বাসা যেহেতু মুনি তাহলে তিনি জানেন যে শকুন্তলা তখন কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে তিনি তা জেনেও তাঁকে শাপ দিলেন কেন? আবার শকুন্তলা তাঁর কাছে বারবার ক্ষমা চাইবার পরেও তিনি কেন শাপ দিলেন? দুর্বাসা তো এসেছিলেন কণ্ব মুনির কাছে কিন্তু কণ্ব মুনি আশ্রমে নেই এ কথা জানার পরেও তিনি চলে গেলেন না কেন? আবার কণ্ব যেহেতু একজন মুনি ফলে তিনি আগে থেকেই জানতে পারেন যে শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছেন তাহলে দুর্বাসা একজন মুনি হয়েও কেন বুঝতে পারলেন না শকুন্তলার মনের অবস্থা? তিনি যেহেতু মুনি তাই তিনি আগে থাকেই জানতেন শকুন্তলার বিবাহ হয়ে গেছে। যদি না জানেন বিয়ে হয়েছে তাহলে কেন বলেছেন যে- তুমি কার চিন্তায় মগ্ন? শকুন্তলা যে আরও চিন্তায় মগ্ন তা তিনি জানলেন কিভাবে?

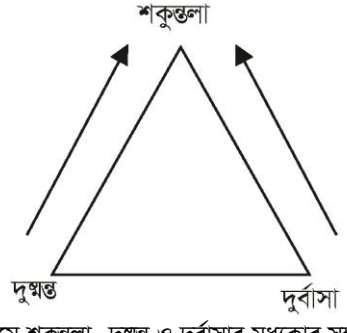

চিত্র ৫: ত্রিভুজের মাধ্যমে শকুন্তলা, দুষ্মন্ত ও দুর্বাসার মধ্যকার সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ যেহেতু দুষ্মন্তের বাসনা ছিল শকুন্তলার প্রতি আবার শকুন্তলার বাসনাও দুষ্মন্তের প্রতি ছিল ফলে এই দুই চরিত্রের মধ্যে দুর্বাসা মুনির বাসনা প্রকৃত অর্থে লাকার বাসনার দ্বন্দ্ব ধারণাকে প্রমাণ করে। এখানে ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুতে আছে শকুন্তলা যার প্রতি বাসনার প্রকাশ করছে দুষ্মন্ত ও দুর্বাসা।

ফলাফল

যদিও কোন নাট্যকার কোন তত্ত্বের উপর নির্ভর করে নাটক রচনা করেন না। শুধুমাত্র সাহিত্যরস আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই নাটক রচিত হয় তবুও পুরো নাটকটি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, যে দুইজন তাত্ত্বিকের তত্ত্বকে এই গবেষণা প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেই তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এই নাটকে বিদ্যমান। নির্জ্ঞান মন, নির্জ্ঞান মনের গভীরে থাকা বাসনার ধারণা, বাসনার সাথে বাসনার দ্বন্দ্ব সবগুলো ধারণারই উল্লেখ পাওয়া গেছে এই নাটকে। মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনি থেকে কালিদাসের নাটককে আলাদা করেছে "অভিশাপ" ও "অভিজ্ঞান" অংশটি। সেই 'অভিশাপ' ও 'অভিজ্ঞান' অংশটিও স্পষ্টত সিগমুন্ড ফ্রয়েডের

মনঃসমীক্ষণ ও জ্যা লাকাঁর বাসনা-তত্ত্বের যথাযথ উদাহরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হাজার বছর পূর্বে রচিত পৌরাণিক নাটক হয়েও কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকটি আধুনিক মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখা করা সম্ভব। ফলে বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর না করে আধুনিক সমালোচনামূলক তত্ত্বের মাধ্যমেও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কারণ হাজার বছর পূর্বে রচিত এই সব পৌরাণিক নাটক আপাত ভাবে প্রাচীন বলে মনে হলেও এর কাঠামো, রীতি, আঙ্গিক এমনকি এর ভেতরগত ভাব ও রস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই নাটকগুলো কতটা আধুনিক আঙ্গিকে রচিত। একই সাথে এই গবেষণা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নাটকের মূল তিনটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সার্বিকভাবে যে দুটি বিষয় উঠে এসেছে তা হলো- স্পষ্টত এই চরিত্রগুলোর মধ্যে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান ও জ্যাক লাকাঁর বাসনার ধারণা বিদ্যমান এবং জ্যাক লাকা যে বাসনার সাথে বাসনার দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন সেই ধারণাও পাওয়া যায় এবং এই তত্ত্বগুলো প্রমাণের ক্ষেত্রে অবদমন (Repression), সাকার (Imaginary), আকার (Symbol), নিরাকার (Real) কিংবা আয়না স্তর (Mirror Stage) সহ যে-যে ধারণা প্রয়োগ করা হয়েছে সেই ধারণাগুলোরও যথাযথ উদাহরণ এই নাটকের চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*, রচিত হবার হাজার বছর পরেও এই নাটক হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. পুষ্পা মিশ্র, মানবেন্দ্রনাথ মিত্র, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা* (কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪), পৃ. ১৮।

২. সুনীল কুমার সরকার, *ফ্রয়েড* (কোলকাতা: শ্রীমহানামব্রত কালচার এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৫৯), পৃ. ২১।

৩. *তদেব*, পৃ. ২২।

৪. বিদ্যুৎকুমার দাস, "মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র- রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা" (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), বাংলা বিভাগ, *উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়*, শিলিগুড়ি, ২০১২, পৃ. ১৫।

৫. নীহাররঞ্জন সরকার, *মনোবিজ্ঞান ও জীবন* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ, ২১৭।

৬. বিদ্যুৎকুমার দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

৭. কালিদাস, *কালিদাস সমগ্র*, জ্যোতিভূষণ চাকী (সম্পাদিত), (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ২০৮।

৮. নীহাররঞ্জন সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

৯. পুষ্পা মিশ্র, মানবেন্দ্রনাথ মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

১০. *তদেব*, পৃ. ১৭।

১১. কালিদাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

১২. Dylan Evans, *An introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis* (London: Routtedge, 1996), p.37.

১৩. সলিমুল্লাহ খান, *আমি তুমি সে* (ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনা, ২০০৮), পৃ. ২৫।

১৪. পুষ্পা মিশ্র, মানবেন্দ্রনাথ মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

১৫. উর্মিলা পালিত, "কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম এবং সেলিম আল দীনের শকুন্তলা: একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ", *থিয়েটার স্টাডিজ* (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ), ১৭তম সংখ্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০১০, পৃ. ১২২।

১৬. সলিমুল্লাহ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

১৭. মোবারক হোসেন খান, *লালন সমগ্র* (ঢাকা: জনতা প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৩৪৮।

১৮. *তদেব*।

১৯. *তদেব*।

২০. *তদেব*।

২১. কালিদাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯২ ।

২২. *তদেব*, পৃ. ১৮২

২৩. *তদেব*।

২৪. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তর- আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক* (কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১১), পৃ. ১২৭।

২৫. উর্মিলা পালিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

২৬. কালিদাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬।